106526 - তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদরে পর্যায়ভুক্ত অন্যদরে অবস্থা ববিচেনায় রাখা

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদরে পর্যায়ভুক্ত অন্যদরে অবস্থা ববিচেনায় রাখা কি ইমাম সাহবেরে কর্তব্য?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

তারাবী কিংবা ফরয নামায সকল নামাযরে ক্ষত্রেে এ বিষয়টি ববিচেনায় রাখা উচিত। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, "তোমাদরে কউে যখন লোকদরে ইমামতি কর তেখন স যেনে হালকাভাবে নামায আদায় কর।ে কনেনা তাদরে মধ্য রেয়ছে দেুর্বল, শিশু ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোক।" তাই ইমাম মুক্তাদদিরে অবস্থা ববিচেনায় রাখব।ে রমযান মাস কেয়িামুল লাইল আদায়কাল এেবং শষে দেশক তোদরে প্রতি কোমেলপ্রাণ হব।ে মানুষ সবাই সমান নয়। মানুষরে মধ্য রেয়ছে নোনা শ্রণেী। তাই ইমামরে উচিত তাদরে অবস্থা ববিচেনায় রাখা। তাদরেকে মসজদি আেসা ও নামায হোযরি থাকার উদ্বুদ্ধ করা। ইমাম যদি নামায দীর্ঘ কর তোহল তোদরে কষ্ট হব,ে এটা তাদরেকে নামায হোযরি থাকত নেরিুৎসাহতি করব।ে তাই ইমামরে উচিত তাদরেকে হাযরি হওয়ার প্রতি উৎসাহ দয়ো, নামাযরে ব্যাপার উেদ্বুদ্ধ করা। এর জন্য নামায সংক্ষপ্তি কর,ে দীর্ঘ না কর হেলওে। কনেনা য নোমাযরে মধ্য খেুশু (আল্লাহ্র ভীতি) থাক ও ইতমনিান (ধীরস্থরিতা) থাক সেটো অল্প হলওে এমন নামাযরে চয়ে উত্তম য নোমায খেুশু থাক না, বরিক্তি ও অলসতা এস যোয়।"[শাইখ বনি বাযরে ফতোয়োসমগ্র (১১/৩৩৬) থকে সেমাপ্ত]